অদ্য নিষেধাজ্ঞা আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষ অনুপস্থিত।

নথি নিষেধাজ্ঞা আদেশের জন্য নেওয়া হলো।

বাদী/ দরখাস্তকারী কর্তৃক দাখিলকৃত দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের আদেশ ৩৯ বিধি ১ তৎসহ ধারা ১৫১ মোতাবেক আনীত গত ১৩/১২/২০২১ খ্রিঃ তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত, লিখিত আপত্তি ও উভয়ক্ষের দাখিলী কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করলাম।

বাদী/দরখাস্তকারীপক্ষের মামলার মূল বক্তব্য এই,

দরখাস্তবর্নিত নালিশী সম্পত্তির মূল আর এস রেকর্ডী মালিক ছিলেন আব্দুল হক। তিনি ১৫/১১/৪৩ ইং তারিখে উক্ত সম্পত্তি ওমরা মিয়া চৌধুরীর নিকট বিক্রয় করেন। উক্ত ওমরা মিয়া ১৪/০৪/১৯৪৪ ইং তারিখে সেই সম্পত্তি সহ অবিরোধীয় ভুমি জিনু মিয়ার নিকট হস্তান্র করেন। জিনু মিয়া মরনে তাহার পুত্র কন্যাগন ও মাতা ওয়ারীশ হয়। তাদের মধ্যে আপোষ বন্টনে নালিশী সম্পত্তি পুত্র মুন্সি মিয়া প্রাপ্ত হয়ে ৮/৫/৬৭ তারিখে দুই খন্ড কবলা মুলে এমদাদ মিয়া সওদাগরে নিকট বিক্রয় করেন। উক্ত মুন্সি মিয়া কিছু সম্পত্তি ২৬/০৬/৬৯ তারিখে আলী আহমদের নিকট বিক্রয় হস্তান্তর করেন। আলী আহমদ পুনরায় তা এমদাদ মিয়ার নিকট হস্তান্তর করেন। উক্ত এমদাদ মিয়া ১৩/০১/৭৩ তারিখে ৪১৩ নং দানপত্র দলিলমুলে আশরাফ আলী, মদন আলী ও মনছপ আলী বরাবর হস্তান্তর করেন। এমদাদ আলীর অবশিষ্ট ভুমি কন্যা আয়শা খাতুন পায়। আয়শা খাতুন এর মরনে ১-৪ নং বাদীগণ প্রাপ্ত হয়। আশরাফ আলী মরনে ৫-৮ নং বাদীগণ প্রাপ্ত হয়। এভাবে বাদীগণ নালিশী ভুমিতে দোকানগৃহ নির্মানে ও গাছপালা সৃজনে ভোগদখলে আছে। ১ নং বিবাদী নালিশী সম্পত্তিতে বাদীগনের স্বত্ব দখল অস্বীকার করিয়া বাদীদেরকে নালিশী সম্পত্তি থেকে বেদখলের হুমকি প্রদর্শন করে আসিতেছে। সর্বশেষ ১০/১২/২১ ইং তারিখে ১ নং বিবাদী নালিশী ভুমিতে পাকা কন্সট্রাকশন করিবে মর্মে হুমকি প্রদর্শন করে। উক্ত প্রেক্ষিতে বাদীগণ অত্র দরখাস্ত আনয়ন করেন।

১ নং বিবাদী-প্রতিপক্ষের মামলার মূল বক্তব্য এই,

আরজি তফসিল বর্নিত দাগাদির মধ্যে বি এস ৬৪ দাগে ২৪ শতক, বি এস ৬৫ দাগে ০৩ শতক, বি এস ৬৬ দাগে ৫২ শতক এবং ৬১ দাগের ১.৮৯ একর ভুমি সহ সর্বমোট ৩.৩৩ একর ভুমি চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (CDA) এর অধিগ্রহনকৃত ভুমি হয়। ১৯/০৪/২০০৭ ইং তারিখে CDA নালিশী আর এস ৩২৩ ও ৩২৪ দাগের ০.০৪০৩ একর জমি ও বি এস ৬১ দাগের ১.৮১ একর ভুমি চ্টগ্রাম মৎস উন্নয়ন কর্পোরেশন বরাবর স্বত্ব ও দখল হস্তান্তর করেন। পরবর্তীতে উক্ত প্রতিষ্ঠান তাদের নামে ৬১ দাগে ১.৫৭ একর ভুমি বাবদ নামজারি খতিয়ান নং ৯৪৭ সৃজন করে। চ্টগ্রাম মৎস উন্নয়ন কর্পোরেশন ১১/০৬/২০০৩ ইং তারিখে ৪২০৩ নং রেজিঃ দলিল মূলে মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী ও আলী

আহমদ কে লীজ প্রদান করে। মৎস উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রদত্ত লীজ দলিলে ২৬ নং প্লট, বি এস ৬১ দাগের ভূমি হয় যাহা অত্র মামলার বিরোধীয় ভূমি নহে। ১ নং বিবাদী আলী আহমদ লীজ মূলে উক্ত ভূমিতে স্থাপনা নির্মানে ভোগদখলে আছেন। বাদীগনের কথিত দানপত্র দলিলে বিরোধীয় ভুমির কোন চৌহদ্দি উল্লেখ নেই। বিরোধীয় ভূমিতে বাদীগণ কখনো দখলে ছিলেন না। বাদীপক্ষের আম-মোক্তার লোভের বশবর্তী হয়ে বিবাদীদের ভোগদখলে বাধা সৃষ্টি করে মিথ্যা উক্তিতে নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত আনয়ন করেছে। উক্ত প্রেক্ষিতে নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত খরচাসহ খারিজযোগ্য।

উভয়পক্ষের বক্তব্য ও দাখিলী কাগজাদি নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করলাম। প্রতীয়মান হয় যে, বাদীপক্ষ দরখাস্ত বর্নিত বিরোধীয় ১(ক) তফসিল ভুক্ত আর এস ৪৭৭ খতিয়ানের ৩২৩/৩২৪ দাগ ও তৎসামিল বি এস ৩/৩৬৫/৩২৪ খতিয়ানের বি এস ৬৪/৬৫/৬৬ দাগের আন্দরে ১২ শতক ভূমিতে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেছেন। বাদীপক্ষের দাখিলী আর এস ৪৭৭ খতিয়ান হতে দেখা যায়, নালিশী আর এস ৩২৩ ও ৩২৪ দাগভূমির মূল মালিক ছিলেন আবদুল হক। তিনি ১৫/১১/৪৩ ই তারিখে ওমরা মিয়া বরাবর উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করেন। তিনি আবার সেই সম্পত্তি ১৪/০৪/৪৯ তারিখে জিনু মিয়া বরাবর হস্তান্তর করেন। উক্ত জিনু মিয়ার পুত্র মুন্সি মিয়া দুই খন্ড কবলামুলে নালিশী দাগসহ অন্যান্য দাগ আন্দরে (১২+১২) = ২৪ শতক ভূমি এমদাদ মিয়া বরাবর হস্তান্তর করেন। মুন্সি মিয়া পুনরায় ২৬/০৬/৬৯ তারিখে ৪৭০২ নং কবলা মুলে ৪.৩৯ একর ভূমি আলী আাহমদ বরাবর হস্তান্তর করেন। আলী আহমদ সেই সম্পত্তি পুনরায় ২৯/০৪/১৯৭২ ইং তারিখে এমদাদ মিয়া বরাবর হস্তান্তর করেন।

এমদাদ মিয়া ও তার স্ত্রী গোলবানু ১৩/০১/১৯৭৩ ইং তারিখে ৪১৩ নং দানপত্র দলিল মূলে নালিশী খতিয়ানের সম্পত্তি আশরাফ আলী, মদন আলী, মনছপ আলী বুলবুলি বেগম ও নুরুন্নাহার বেগম বরাবর হস্তান্তর করেন। এমদাদ আলী মরনে কন্যা আয়শা ওয়ারীশ হয়। উক্ত আয়শার মৃত্যুতে তাহার পুত্র কন্যা আশরাফ আলী ও ১-৪ নং বাদীগন প্রাপ্ত হয়। আশরাফ মরনে ৫-৮ নং বাদীগন মালিক হন। বাদীপক্ষের দাবি হলো, নালিশী উক্ত ভূমি তারা মৌরশী সূত্রে প্রাপ্ত হয়ে দোকানগৃহ নির্মানে ও খিলা ভূমিতে ক্ষেত কৃষি করে ভোগ দখলে আছেন।

অপরদিকে বিবদীপক্ষ দাবি করেছেন যে, নালিশী বি এস ৬৪/৬৫/৬৬ দাগ এবং ৬১ দাগের সমুদয় ভূমি সহ সর্বমোট ৩.৩৩ একর ভূমি চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সি.ডি এ) কর্তৃক অধিগ্রহন হয় মর্মে দাবি করিলেও অধিগ্রহন সমর্থনে কোন ডকুমেন্ট দাখিল করেননি। বিবাদীপক্ষের দাবিমতে , (সি.ডি.এ) নালিশী আর এস ৩২৩/৩২৪ দাগের .০৪০৩ একর জমি ও ৬১ দাগের ১.৮১ একর জমি বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম মৎস বন্দর বরাবর ভিও/পি.সি-১২/৪৫/২৮৮ মূলে স্বত্ব দখল হস্তান্তর করেন। উক্ত হস্তান্তরের সমর্থনেও কোন দালিলিক প্রমান দাখিল করেননি। তবে

বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন কর্পোরেশন এর নামে সৃজিত নামজারি খতিয়ান ও সি ডি এ কর্তৃক প্রদত্ত এন.ও সি পর্যালোচনায় দেখা যায়, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সি.ডি.এ) উক্ত মৎস উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে আর এস ৩২৩, ৩২৪ দাগের ০.০৪০৩ একর ভূমি ও ৬১ দাগের ১.৮১ একর জমি বিষয়ে এন.ও .সি দিয়েছিল। তদানুযায়ী মৎস উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তাদের নামে শুধুমাত্র ৬১ দাগে ১.৫৭ একর ভূমি নামজারি সৃজন করে। যাহার খতিয়ান নম্বর ৯৪৭। উক্ত প্রেক্ষিতে সি.ডি এ কর্তৃক অধিগ্রহন বিষয়ে ইতিবাচক ধারনা আাসে। দাখিলী ৪২০৩ নং রেজিষ্ট্রিকৃত লিজ এগ্রিমেন্ট দৃষ্টে, মোহম্মদ ইদ্রিস আলী ও ১ নং বিবাদী মৎস উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ হতে ২৬ নং প্লট অর্থাত ৬১ দাগের আন্দরে ৬.০৮ শতক ভূমি লীজ গ্রহনের দাবি সত্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাদীপক্ষ নালিশী বি এস ৬৪/৬৫/৬৬ দাগের আন্দরে সর্বমোট ১২ শতক ভূমি দাবি করেছেন, অপরদিকে ১ নং বিবাদীপক্ষ ৬১ দাগের ভূমিতে তাহার লীজকৃত ভূমির অবস্থান হয় মর্মে দাবি করেছেন এবং উক্ত ৬১ দাগ অবিরোধীয় দাগ হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। ১ নং বিবাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী আর এস ও বি এস ক্রসপন্ডিং ম্যাপ পর্যালোচনায় দেখা যায়, বি এস ৬১ দাগের একাংশের সাথে নালিশী ৬৪,৬৫ ও ৬৬ দাগের সংলগ্নতা রয়েছে। নালিশী ৬৪ , ৬৫ ও ৬৬ সর্বমোট জমির পরিমান (৩+২৪+৫২) =৭৯ শতক। বাদীপক্ষের দাবিকৃত ১২ শতক ভূমি নালিশী ০৩ টি দাগের কোন দাগে কতটুকু স্থিত হয় তা সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেননি। দাবিকৃত চৌহদ্দি কোন দাগ অর্ন্তগত তাও সুনির্দিষ্ট নয়। সুতরাং চৌহদ্দির বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ বলে আমি মনে করি। স্থানীয় পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায়, বিবাদীপক্ষ নালিশী ভূমিতে নুতন পাকা গৃহের কন্সট্রাকশন কাজ করিতেছে। অর্থাত বিবাদীপক্ষ নালিশী ভূমিতে দখলে আছে। ১ নং বিবাদীপক্ষ উক্ত নির্মান কাজ অবিরোধীয় ৬১ দাগে তাদের লিজকৃত ভূমিতে করছেন, নাকি বিরোধীয় দাগে করছেন, তাহা স্থানীয় তদন্ত ও চুড়ান্ত সাক্ষ্য প্রমান সাপেক্ষে নিরুপিত হবার অবকাশ রহিয়াছে। অন্তবর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত নিষ্পত্তি পর্যায়ে উক্ত বিষয়ে কোনরুপ চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা সমীচীন হবে না বিবেচনা করি।

সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষের আপাত Prima facie কেস নেই মর্মে আমি বিবেচনা করি। তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার পাল্লা বাদী পক্ষের প্রতিকুলে এবং অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুর হলে বাদীপক্ষের অপূরণীয় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে মর্মে দৃষ্ট হয়না। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষের অস্থায়ী নিষেধজ্ঞার প্রার্থনা নামঞ্জুরযোগ্য মর্মে বিবেচনা করি।

অতএব আদেশ হয় যে,

বাদী/দরখাস্তকারীপক্ষ কতৃক আনীত গত ইং ১৩/১২/২০২১ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দো-তরফা শুনানীঅন্তে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হলো।

উপরিউক্তভাবে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হলো।

মোঃ হাসান জামান
ডসনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম